দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিবেদন ঃ ২২ দফা সুপারিশ

ছাত্র সংগঠনগুলোকে জাতীয় দলের লেজুড়বৃত্তি ছাড়তে হবে

রাশেদ আহমেদ ।। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন না রাখার পরামর্শ দিয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন প্রস্তাব করেছে ছাত্র সংগঠনগুলোকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ছাড়তে হবে। কমিশন বর্তমানে শিক্ষার সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, বিভিন্ন কারণে দেশে উচ্চশিক্ষার মান অতিদ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা এখন আর বিশ্বের অন্যান্য দেশের উচ্চশিক্ষার সমমানে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ প্রস্তাব ও মূল্যায়ন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্যে মোট ২২ দফা সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে মঞ্জুরি কমিশন। এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পেশ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। সুপারিশমালা সংবলিত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে যাচাই-বাছাইয়ের জন্যে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমাদের ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো হতে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে। একাডেমিক পরিবেশের সাথে এর কোন 'কনফ্লিক্ট' হওয়া উচিত নয়। প্রতিবেদনে দেশে উচ্চশিক্ষার **প্রতিবেদন** ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

প্রতিবেদন ঃ ২২ দফা সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মান দ্রুত নিচের দিকে নামছে—এ মন্তব্য করে বলা হয় ঃ বর্তমানে দেশে পাবলিক বা প্রাইভেট, পুরাতন বা নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠোপকরণ বা পাঠ্যসূচি সময়োপযোগী বা বিশ্বের সমমানে নেই। শিক্ষা পদ্ধতি পশ্চাৎপদই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র ক্লাসে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে রীতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত তা এখন আর যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয়। এই পদ্ধতি যুগের দাবি মেটাতে সক্ষম নয়।

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়, পাঠোপকরণ ও পাঠ্যসূচি বিশ্বের সমমানে উন্নীতসহ শিক্ষাদানের জন্যে অডিওভিসুয়্যাল পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। সুপারিশে আরো বলা হয়, ডিগ্রি ও মাস্টার্স কোর্স-প্রদানকারী কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলো হতে পৃথক করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে সেসব কোর্স উপযোগী করে তুলতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর কোন কলেজে মাস্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না।

প্রতিবেদনে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে বলা হয়, উচ্চ শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার অতিরিক্ত একাধিক বিদেশী আধুনিক ভাষা জানা প্রয়োজন। ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ব্যবহারে যারা দক্ষ তারাই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়— এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

সুপারিশে বলা হয়, স্নাতক সম্মান ৪ বছরের কোর্স হবে। ৪ বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রামকে 'টারমিনাল' ডিগ্রি বলে বিবেচনা করতে হবে। আপনা হতে কোন ছাত্রছাত্রীকে অনার্স ডিগ্রি দেয়া উচিত হবে না। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'রেটিং' হওয়া প্রয়োজন। 'ইনোভেটিভ্ পাওয়ার' বাড়ানোর জন্যে ছাত্রদেরকে আরো স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হতে 'ফিডব্যাক' থাকা উচিত। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার প্রাচীনধর্মিতা থাকার একটি বিশেষ কারণ হিসেবে সরকারের বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে রেফারিং বাজেটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয়ে যায়। ফলে প্রকৃত শিক্ষা খাতে যে ব্যয় হয় তা দিয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখা অসম্ভব। বর্তমানে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ ধরা হলেও এর পরিমাণ মাত্র জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৩ ভাগ। তারপর শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় হয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায়। উচ্চশিক্ষা খাতের বরাদ্দের মাত্র ৭ দশমিক ৭ ভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

শিক্ষকদের পদোন্নতি সম্পর্কে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ডিগ্রি, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান যথাযথভাবে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

জানা গেছে, দীর্ঘ এক বছরে কয়েকটি সেমিনার, আলোচনা, বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন পরামর্শ, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।